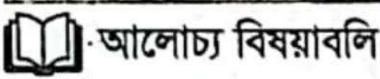


শিক্ষা পরিকল্পনা ও কর্মক্ষেত্রে সফলতা



 লেখাপড়া করে সফল হতে চাই: কোন পথে যাবো?;
 শিক্ষাক্ষেত্রে শাখা নির্বাচন;
 পেশাগত জীবনে শিক্ষা জীবনের প্রভাব;
 শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও শাখা; • শাখা ও পেশা নির্বাচন; • শিক্ষায় শাখা/ধারা নির্বাচনে যেসকল বিষয় বিবেচনা করা দরকার; • উচ্চশিক্ষার পথ; • কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য দরকার।



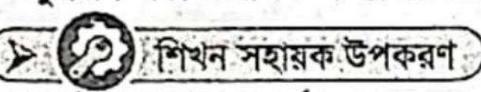
অধ্যায়ের শিখনফল 💮

অধ্যায়টি অনুশীলন করে আমি যা জানতে পার্ব—

- পরবর্তী শিক্ষান্তরের বিভিন্ন শাখা ও বিষয়সমূহের গুরুত্ব
- মাধ্যমিক শিক্ষান্তরের শাখাসমূহ চিহ্নিত করতে পারব
- শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও শাখা নিয়ে একটি পোন্টার ডিজাইন করতে পারব
- শিক্ষান্তরের শাখা নির্বাচনের গুরুত্ যৌক্তিকভারে উপস্থাপন করতে পারব
- শিক্ষায় শাখা নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে পারব
- উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন পথসমূহ চিহ্নিত করতে পারব
- উচ্চশিক্ষার সাথে পেশার সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব
- কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভের প্রয়োজনীয় গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব
- শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য লাভে আগ্রহী হওয়া সম্পর্কে জানতে পারব
- শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য লাভের উপায় নিয়ে একটি পোস্টার ডিজাইন করে প্রদর্শন করতে পারব।

খন অৰ্জন যাচাই

- .বিজ্ঞান/ব্যবসায় শিক্ষা/মানবিক শাখায় পড়াশোনা করে কী কী পেশায় যাওয়ার সুযোগ রয়েছে তা যাচাই
- পর্যবেক্ষণ করে মূল্য যাচাই
- বিষয়বস্থুর সঠিকতা, নান্দনিকতা, স্পশ্ততা ইত্যাদির ভিত্তিতে মূল্য যাচাই ভবিষ্যৎ শিক্ষায় শাখা নির্বাচনে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয় তা লেখ।
- একজন সফল ক্লাস ক্যাপ্টেন হতে চাইলে এক্ষেত্রে কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করা।



- পোস্টার পেপার ও মার্কার
- ঘড়ি, ঘণ্টা ও পোন্টার পেপার
- বিভিন্ন সফল পেশাজীবীর ছবি
- রং, তুলি, কাগজ, পেন্সিল, রাবার ইত্যাদি।



অনুশীলন



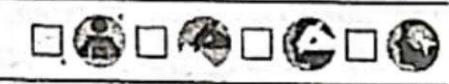
সেরা পরীক্ষাপ্রস্থৃতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিকার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সূজনশীল ও বহুনির্বাচনি— এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের প্রাশাপাশি অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



বোর্ড বইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উন্তর্গির বৃন্ত (🔵) ভরাট কর:

- অন্টম শ্রেণি শেষে শিক্ষার্থীরা কোন পথটি বেছে নিতে পারে?
 - বিজ্ঞান, মানবিক অথবা ব্যবসায় শিক্ষা শাখা
 - ি চিকিৎসা অথবা প্রকৌশল পেশা
 - কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারা (ছ) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা
- শাখা নির্বাচনের ওপর কোনটি নির্ভরশীলঃ
 - ভবিষ্যতের পেশা নির্বাচন
 পরের ক্লানে উপ্তীর্ণ হওয়া
 - भाशिष्ठ भवीका प्रथम वा ना प्रथम (क) विम्राम्य तिम्राम-कानून
- পরীক্ষার কোন ধারাবাহিকতাটি সঠিক?
 - अथिक निका नमाननी→माधामिक कुल नार्गिकिक्ठि → निम्नमाधामिक मूल नार्णिक्दक → उक्तमाधामिक नार्णिक्दक छ
 - थाधियक निका नमाननी →निम्नमाधामिक कुल नार्धिक कि → माधामिक ङ्ग.नार्णिकरूपे→डिकमाधामिक नार्णिकरूपे
 - ल निम्नमाधामिक मूल नार्णिकिक्ठ → माधामिक . मूल नार्णिकिक्ठ → প্রাথমিক শিক্ষা স্মাপনী→উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট
 - तिम्नमाधामिक कुल नार्णिक (किए)→शाधिमिक लिका नमाभनी→माधामिक कुल नार्णिकरक्ठे→छक्तमाश्चामिक नार्णिकरक्छ
- শিক্ষাক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজন–
 - i. মিজের পছন্দমতো শাখা/ধারা নির্বাচন
 - ii. ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখা
 - iii. কঠিন বিষয় না বুঝলে মুখম্প করে ফেলা নিচের কোনটি সঠিক?.
 - Θ ii
- (T) iii
- i e ii
- (i, ii v iii

ত্রি সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

🔼 প্রস্ন ১ মিথুন অন্টম শ্রেণির ছাত্রী। তার ইচ্ছা বড় হয়ে সে ব্যাংকার হবে। তার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বের হয়েছে। সে বিজ্ঞান বিষয়ে সবচেয়ে ভালো করেছে। এখন তাকে সিন্ধান্ত নিতে হবে সে কোন শাখায় ভর্তি হবে।

ক. শিক্ষাজীবন কী?

- খ. শিক্ষার্থীর শাখা নির্বাচনের আগে কোন বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত? ব্যাখ্যা কর।
- গ. মিথুনের ভবিষ্যৎ পেশার কথা চিন্তা করলে তার জন্য উপযুক্ত শাখা কোনটি? বর্ণনা কর।
- ঘ. মিথুন যদি বিজ্ঞান শাখা নির্বাচন করে তাহলে তার কী সুবিধা বা কী অসুবিধা হতে পারে তা বিশ্লেষণ কর।

😂 ১নং প্রমের উত্তর 😄 জন্ম থেকে শুরু করে সচেতন অবস্থায় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ য়ে জ্ঞান অর্জন করে এবং তার জন্য যে সময় ব্যয় করে সেই সময়কেই শিক্ষাজীবন বলে।

শিক্ষার্থীর শাখা নির্বাচনের আগে ভবিষ্যতে যে পেশা গ্রহণ করতে চায় সেই বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

পেশার সাথে পড়ালেখার বিষয় জড়িত ৷ যেমন, যদি কেউ ডাক্তার হতে চায় তাহলে তাকে বিজ্ঞান শাখায় পড়াশুনা করতে হবে। আর যদি কেউ ব্যাংকার অথবা বড় ব্যবসায়ী হতে চায় তাহলে তাকে ব্যবসায়শিক্ষা শাখায় পড়াশুনা করতে হবে। তাই শাখা নির্বাচনের আগে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই তার ভবিষ্যতের পেশা গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।



থি মিথুনের ভবিষ্যৎ পেশার কথা চিন্তা করলে তার জন্য ব্যবসায় শিক্ষা শাখা উপযুক্ত।

শিক্ষার্থীরা শাখা নির্বাচন করতে চাইলে তাকে তার ভবিষ্যৎ পেশা গ্রহণের বিষয়টি চিত্তা করতে হবে।, কারণ পেশার সাথে পড়ালেখা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উদ্দীপকে মিথুন একজন শিক্ষার্থী। সে পড়ালেখায় ডালো এবং তার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার পর দেখল যে, সে বিজ্ঞান বিষয়ে সবচেয়ে ভালো করেছে। তার ইচ্ছা সে বড় হয়ে ব্যাংকার হবে। আর এই লক্ষ্য পূরণে তাকে ব্যবসায় শিক্ষা শাখা গ্রহণ করতে হবে। কারণ ব্যবসায় শিক্ষা শাখার সাথেই ব্যাংকিং বিষয়গুলো জড়িত যা ভবিষ্যতে সাফল্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তাই বলা যায় যে, মিথুনের ভবিষ্যৎ পেশার কথা চিন্তা করলে তার জন্য ব্যবসায় শিক্ষা শাখা উপযুক্ত।

মিথুন যদি বিজ্ঞান শাখা নির্বাচন করে তাহলে তার ব্যাংকার হওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধার তুলনায় অসুবিধাই বেশি হবে।

ব্যাংকার হতে হলে ব্যাংকিং বিষয়গুলো জানতে হয়। বিজ্ঞান শাখায় ব্যবসায় কিংবা ব্যাংকের কোনো বিষয়বস্তু আলোচনা করা হয় না। সাধারণত বিজ্ঞান শাখার বিষয়গুলো হলো পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, রসায়ন বিজ্ঞান ইত্যাদি। আর এসব বিষয়ে ব্যবসায় ও ব্যাংকিংসংক্রান্ত কিছুই অন্তর্ভুক্ত থাকে না। বিজ্ঞান শাখায় শুধু বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়। অপরদিকে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার বিষয়গুলো হচ্ছে হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ, পরিসংখ্যান, ব্যাংকিং, ফিন্যান্স ও বিমা। এসব বিষয়ে ব্যবসায় ও ব্যাংকিং বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ব্যাংকের ম্যানেজার হওয়ার জন্য মিথুনকে হিসাব ও ব্যাংকিং বিষয়বস্তু জানতে হবে। কিন্তু যদি সে বিজ্ঞান শাখায় পড়াশুনা করে তাহলে এসব বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে না। তাই ব্যাংকের ব্যাংকার হতে হলে মিথুনকে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় পড়াশুনা করাই অধিকতর সুবিধাজনক।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর 🏈 কমন উপযোগী আরও প্রশ্নের উত্তর শিখি 🗆 🍪 🗆 🥰 🗆 🚱



🔼 প্রশ্ন ২। আলমগীর সাহেব একজন আইনজীবী। শিক্ষা জীবনে তিনি মানবিক শাখায় পড়াশুনা করেছেন। শুরু থেকেই তার ইচ্ছা ছিল আইনজীবী হওয়ার। তাই জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার পরও নবম শ্রেণিতে মানবিক শাখায় ভর্তি হন। তিনি মনোযোগের সাথে কঠোর অধ্যবসায় করে শিক্ষাজীবনের প্রত্যেকটা স্তরে ভালো ফলাফল করে তার কাঞ্চ্চিত লক্ষ্যে পৌছান।

ক. মৌলিক দক্ষতা বলতে কী বোঝ?

খ. কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ৫টি গুণাবলি উপস্থাপন কর।

- গ. আলমগীর সাহেবের ইচ্ছা কীভাবে পূরণ করেছিলেন-ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ইচ্ছা পূরণের জন্য আলমগীর সাহেবের মানবিক শাখায় পড়াশুনা করার যৌত্তিকতা-বিশ্লেষণ কর।

😂 ২নং প্রমের উত্তর 😂

পড়া-লেখা, হিসাব-নিকাশ, শোনা ও বলার দক্ষতাকেই মৌলিক দক্ষতা বলে।

😰 কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার,ক্ষেত্রে গুণাবলি মুখ্য হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে থাকে। কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ৫টি গুণাবলি নিচে উপস্থাপন করা হলো। যথা:

- নিজের শেখা জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পারা।
- অন্যের সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগ করতে পারা।
- নতুন কিছু সৃষ্টি করার দক্ষতা।
- 8. বাস্তবসমত পরিকল্পনা করতে পারা।
- ৫. নিজের আচরণ, আবেগ ইত্যাদির ওপর নিয়ন্ত্রণ।
- 📦 আলমগীর সাহেব লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক সুনির্দিউ লক্ষ্য পথের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ইচ্ছাপূরণ করেছিলেন। যেকোনো মানুষেরই শ্বপ্ন পূরণের জন্য ইচ্ছা থাকতে হয়। কোনো ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোন পেশা গ্রহণ করতে চায় এবং তার জন্য কোন শাখায় তাকে পড়াশুনা করতে হবে সে বিষয়ে পূর্ব থেকেই সিন্ধান্ত নিতে হয়। উদ্দীপকে আলম্গীর সাহেব একজন আইনজীবী। শিক্ষাজীবনে তিনি ছিলেন একজন কঠোর অধ্যবসায়ী মানুষ। তিনি সবসময় নিজের চিন্তাধারা, আচরণ, আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখেছেন। ছোটবেলা থেকেই আইনজীবী হওয়ার প্রতি তার ছিল অপার আগ্রহ। আর এ কারণেই তিনি জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পর নবম শ্রেণিতে মানবিক শিক্ষা শাখায় ভর্তি হন। মানবিক শাখায় ভর্তি হওয়ার পর তিনি কঠোর মনোযোগের সাথে পড়াশুনা করেছেন। এভাবে তিনি মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেছেন। পরবর্তীতে আইন বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। আর এভাবে তিনি তার ৰপ্ন পুরণ করেছেন।

😰 ইচ্ছা প্রণের জন্য আলমগীর সাহেবের মানবিক শাখায় পড়াশুনা করা। यেকোনো মানুষেরই শ্বণ্ন পূরণের জন্য ইচ্ছা থাকতে হয়। কোনো বক্তি ভবিষ্যতে কোন পেশা গ্রহণ করতে চায় এবং তার জন্য কোন শাখায় তাকে পড়াশুনা করতে হবে সে বিষয়ে পূর্ব থেকেই সিন্ধান্ত নিতে হয়। উদ্দীপকে আলমগীর সাহেব একজন আইনজীবী। ছোটবেলা থেকেই তার ইচ্ছা ছিল আইনজীবী হওয়ার। আর এর জন্য তিনি তার· শিক্ষাজীবনে একটি গুরুত্পূর্ণ সিন্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার এ ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রয়োজন ছিল মানবিক শাখায় পড়াশুনা করার। এজন্য তিনি নবম শ্রেণিতে মানবিক শাখায় ভর্তি হন। কারণ আইনজীবী ইওয়ার জন্য মানবিক শাখাই হচ্ছে যথার্থ মাধ্যম। এ শাখায় পড়াশুনা করলে ভবিষ্যতে আইন বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করা সহজ হয়। তিনি এ শাখায় কঠোর অধ্যবসায় ও মনোযোগের সাথে পড়াশুনা করেই আইনজীবী হয়েছিলেন। সুতরাং বলা যায় যে, ইচ্ছা পূরণের জন্য আলমগীর সাহেবের মানবিক শাখায় পড়াশুনা করা যৌক্তিক।

প্রশাস্থ মামুনদের স্কুলে আজ যারা নবম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী তাদের শাখা নির্বাচনের দিন। মামুনকেও একই সিন্ধান্ত নিতে হবে। তার প্রশাসনে যাওয়ার ইচ্ছা তাই সে মানবিক বিভাগে যেতে চায় কিন্তু তার বাবা-মা চায় তাকে ডাক্তার বানাতে। তাই এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য সে তার শ্রেণি শিক্ষকের সঙ্গো আলোচনা করবে।

ক. সৃজনশীলতা কী? খ. আত্মবিশ্বাস কীডাবে কাজে সাহায্য করে।

গ. একজন শিক্ষার্থীকে শাখা নির্বাচনের জন্য শ্রেণি শিক্ষক শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও শাখার যে সম্পর্ক আলোচনা করবেন তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'নিজের যোগ্যতা নয়; বরং শাখা নির্বাচনের সময় আগ্রহকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত' তুমি কি এ ধারণার সাথে একমত? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

😂 ৩নং প্রমের উত্তর 😂 🛚

সৃজনশীলতা বলতে যেমন নতুন কিছু সৃষ্টি করা বোঝায় তেমনি কোনো কাজ নতুন উপায়ে করাকেও বোঝায়।

ত্র 'আত্ম' অর্থ 'নিজ' এবং 'আত্মবিশ্বাস' অর্থ 'নিজের প্রতি বিশ্বাস'। যেকোনো কাজে সফলতার জন্য আত্মবিশ্বাস খুবই জরুরি। আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান হলে অনেক অসাধ্যও সাধন করা যায়। আর তাই যেকোনো কাজে সফল হতে হলে আত্মবিশ্বাসের কোনো বিকল্প নেই।

শিক্ষার বিভিন্ন ন্তরে একজন শিক্ষার্থীকে পছন্দ অনুযায়ী শাখা নির্বাচন করতে হয়।

যেকোনো মানুষেরই স্বপ্ন প্রণের জন্য ইচ্ছা থাকতে হয়। কোনো বস্তি ভবিষ্যতে কোন পেশা গ্রহণ করতে চায় এবং তার জন্য কোন শাখায় তাকে পড়াশুনা করতে হবে সে বিষয়ে পূর্ব থেকেই সিন্খন্ত নিতে হয়।